ছেলে হোক, মেয়ে হোক
দু'টি সন্তানই যথেষ্ট

পরিক্রমা

পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক মুখপত্র

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

কার্তিক-পৌষ ● ১৪২৬

নভেম্বর-জানুয়ারি ● ২০১৯-২০

আইইএম ইউনিটের উদ্যোগে মিডিয়া ফেলোশিপ প্রদান ২০১৯ উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি

আইইএম ইউনিটের উদ্যোগে মিডিয়া ফেলোশিপ প্রদান ২০১৯ অনুষ্ঠিত

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের উদ্যোগে পরিবার পরিকল্পনা, মা, শিশু ও নবজাতক স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক লেখা নিয়ে প্রিন্ট/ইলেকট্রনিক/অনলাইন/সোস্যাল মিডিয়ার সাংবাদিকদের (কার্টুনিস্ট ও আর্টিস্টসহ) মাঝে মিডিয়া ফেলোশিপ প্রদান ২০১৯ অনুষ্ঠান গত ২৫ নভেম্বর উক্ত ইউনিটের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব শেখ ইউসুফ হারুন। সভাপতিত্ব করেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব কাজী আ. খ. ম. মহিউল ইসলাম।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি একজন সাংবাদিককে মিডিয়া ফেলোশিপ ২০১৯ প্রদান করছেন

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব সুপ্রিয় কুমার কুণ্ডু, অতিরিক্ত সচিব (জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন) জনাব নীতিশ চন্দ্র সরকার, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন ইউনিটের পরিচালক, এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালক, উপপরিচালক এবং বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সাংবাদিকবৃন্দ।

এ মিডিয়া ফেলোশিপের মাধ্যমে প্রিন্ট/ইলেকট্রনিক/অনলাইন/সোস্যাল মিডিয়ার (কার্টুনিস্ট ও আর্টিস্টসহ) সাংবাদিকরা আরও উৎসাহিত হয়ে দৈনিক পত্রিকা/অনলাইন পত্রিকা/টিভি চ্যানেল/সোস্যাল মিডিয়ায় পরিবার পরিকল্পনা, মা, শিশু ও নবজাতক স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক লেখালেখি/রিপোর্টিং/পোস্টের মাধ্যমে জনগণের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা মা, শিশু ও নবজাতক, কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা পালন করবে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেন।

পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ-২০১৯ উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিং

পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ-২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিংয়ে বক্তব্য রাখছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি

৭-১২ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত দেশব্যাপী পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ৫ ডিসেম্বর পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের সম্মেলন কক্ষে এক প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি। আরও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব শেখ ইউসুফ হারুন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) অধ্যাপক ডা: আবুল কালাম আজাদ, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব কাজী আ. খ. ম. মহিউল ইসলাম, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব সুপ্রিয় কুমার কুণ্ডু, অতিরিক্ত সচিব (জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন) জনাব নীতিশ চন্দ্র সরকার, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং এর অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালক, উপপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

(এরপর ৪নং পৃষ্ঠায় ১ম কলামে)

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশের কৈশোর স্বাস্থ্য কৌশলপত্র ২০১৭-২০৩০ এর জাতীয় কর্মপরিকল্পনা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও জাতীয় কৈশোর-স্বাস্থ্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি

বাংলাদেশের কৈশোর স্বাস্থ্য কৌশলপত্রের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা উদ্বোধন ও জাতীয় কৈশোর-স্বাস্থ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গত ১২ জানুয়ারি ২০২০ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশের কৈশোর স্বাস্থ্য কৌশলপত্র ২০১৭-২০৩০ এর জাতীয় কর্মপরিকল্পনা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও জাতীয় কৈশোর-স্বাস্থ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রফেসর ডা. আবুল কালাম আজাদ, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। সভায় সভাপতিত্ব করেন কাজী আ.খ.ম. মহিউল ইসলাম, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর। সভায় সম্মানিত অতিথি ছিলেন H E Mr Harry Verweij , Ambassador, Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Dr. Bardan Jung Rana, Representative, WHO, Dr. Asa Torkelsson, Representative, UNFPA এবং Veera Mendonca, Deputy Representative, UNICEF.

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি বলেন, বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে। এমডিজি-৪ লক্ষ্যমাত্রার শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসে সন্তোষজনক অগ্রগতির জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশ পুরস্কৃত হয়েছে এবং স্বাস্থ্য খাতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে সরকারের উদ্যোগ ও সাফল্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নারী ও শিশু বিষয়ক 'সাউথ-সাউথ' তথ্যপ্রযুক্তি সম্মাননা গ্রহণ করেছেন।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে এসডিজি, ২০৩০ অর্জনের লক্ষ্যে সেক্টর প্রোগ্রামের আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে বেশ কিছু নতুন কার্যক্রম সংযোজন করেছে ।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলো দীর্ঘদিন ধরে সফলভাবে পরিবার পরিকল্পনা সেবার পাশাপাশি মা ও শিশুস্বাস্থ্য, প্রজননস্বাস্থ্য, প্রসবোত্তর পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টিসেবা, কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে আসছে। সকল মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং পর্যায়ক্রমে ২০২২ সালের মধ্যে প্রতিটি উপজেলায় ২টি করে এবং তারপরে সকল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রকে কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনা, বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে তথ্য ও পরামর্শ প্রদান, বিবাহিত কিশোরীদের পরিবার পরিকল্পনা সেবা, কিশোরী মায়ের যত্ন ও পুষ্টি কার্যক্রম চলমান আছে। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার

(এরপর ৪নং পৃষ্ঠায় ১ম কলামে)

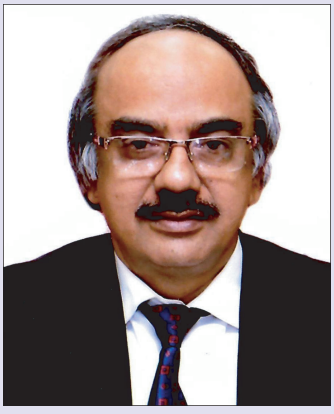

মোঃ আলী নূর

জনাব মোঃ আলী নূর
সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণ

জনাব মোঃ আলী নূর বিগত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব হিসেবে কর্মকাল শুরু করেন। এ বিভাগে যোগদানের পূর্বে তিনি মহাপরিচালক, সিপিটিইউ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব আলী নূর বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডার-এর ১৯৮৬ (অষ্টম) ব্যাচের একজন সদস্য। তিনি ১৯৮৯ সালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর-এ সহকারী কমিশনার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে প্রশাসন সার্ভিসে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি এনডিসি (নেজারত ডেপুটি কালেক্টর), আরডিসি (রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার), মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি-এর পরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে যুগ্মসচিব এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নবাবগঞ্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেন।

প্রশিক্ষণসহ পেশাগত বিভিন্ন কাজে তিনি যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইতালি, সুইডেন, তুরস্ক, পেরু, তাজিকিস্তান, ব্রাজিল, চীন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ভুটান ও ফিলিপাইন ভ্রমণ করেন।

দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে অনেক সুনাম অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং দুই কন্যা সন্তানের জনক।

দেশব্যাপী পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ-২০১৯ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান

দেশব্যাপী পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ-২০১৯ এর শুভ উদ্বোধন করছেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব শেখ ইউসুফ হারুন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব কাজী আ.খ.ম. মহিউল ইসলামসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনস্থ আজিমপুর মাতৃসদন ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি: (৭ থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত) বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি, বেসরকারি ও প্রাইভেট সেক্টরের সকল সেবাকেন্দ্রে দেশব্যাপী 'পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ' উদযাপনের উদ্বোধন হয়।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব শেখ ইউসুফ হারুন পায়রা ও বেলুন উড়ানোর মধ্য দিয়ে সেবা ও প্রচার সপ্তাহের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। আরও উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব কাজী আ. খ. ম. মহিউল ইসলাম, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব সুপ্রিয় কুমার কুণ্ডু, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন ইউনিটের পরিচালক, এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালক, উপপরিচালক এবং বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে সচিব মহোদয়সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ আজিমপুর মাতৃসদন ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ-২০১৯-এর পর্যালোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

আইইএম ইউনিটের আয়োজনে এবং ইউএনএফপিএর অর্থায়নে গত ১৯ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি: উক্ত ইউনিটের সম্মেলন কক্ষে পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ-২০১৯-এর সেরা সেবাপ্রদানকারীদের পুরস্কৃত করার জন্য পর্যালোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব কাজী আ. খ. ম. মহিউল ইসলাম।

প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব মো: নূর আলী।

পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ-২০১৯-এর পর্যালোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব মো: নূর আলীসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইইএম ইউনিটের পরিচালক ড. আশরাফুন্নেছা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও এর অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালক এবং বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় পরিচালক, সকল জেলার উপপরিচালক এবং আইইএম ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সচিব মহোদয় পুরস্কৃতদের অভিনন্দন জানান। সেই সাথে মুজিবর্ষকে জাতীয়ভাবে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন এবং এর পাশাপাশি নিয়মিত কাজগুলো গুরুত্ব দিয়ে করার নির্দেশ প্রদান করেন।

সভাপতির বক্তব্যে মহাপরিচালক মহোদয় বলেন, প্রতি বছর সেবা সপ্তাহে আমরা উত্তরোত্তর উন্নয়ন করছি। যেসব জায়গায় উৎসবমুখর পরিবেশে কাজ হয়েছে সেখানে সফলতা বেশি। সেই সাথে তিনি মুজিববর্ষকে কর্মসূচি অনুযায়ী সঠিকভাবে পালন করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে উপপরিচালকগণ অংশগ্রহণ করেন। উপপরিচালকগণের বিভিন্ন মতামত সচিব মহোদয় ও মহাপরিচালক মহোদয় মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে যথাসাধ্য ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস প্রদান করেন। মহাপরিচালক মহোদয়ের উপস্থাপনায় উন্মুক্ত আলোচনা পর্বটি প্রাণবন্ত হয়েছিল।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব সুপ্রিয় কুমার কুণ্ডু বলেন, এবার সেবা সপ্তাহে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। এ সেবা সপ্তাহের সাত দিনের গতি সারা বছর চলমান রাখতে হবে। সেই সাথে সেবা সপ্তাহকে ব্র্যান্ডিং করতে হবে। তিনি প্রতিটি জেলায় আলাদা আলাদা পরিকল্পনা করে কাজ করার আহ্বান জানান।

আইইএম ইউনিটের পপুলেশন কমিউনিকেশন অফিসার আইরিন আকতার একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে 'পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ-২০১৯-এর' পদ্ধতিভিত্তিক সেবাগ্রহীতার হার ও বিগত বছরের সাথে এ বছরের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেন। এছাড়া সেবা ও প্রচার সপ্তাহকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য মনিটরিং কর্মকর্তাদের পরামর্শ ও করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ-২০১৯-এর পারফরমেন্স মূল্যায়নে জাতীয় পর্যায়ে প্রথম হয়েছে বান্দরবান জেলা, দ্বিতীয় ঢাকা জেলা ও তৃতীয় জয়পুরহাট জেলা। বিভাগ ওয়ারি প্রথম হয়েছে ঢাকা বিভাগে ঢাকা জেলা, রাজশাহী বিভাগে জয়পুরহাট জেলা, সিলেট বিভাগে সুনামগঞ্জ জেলা, চট্টগ্রাম বিভাগে বান্দরবান জেলা, খুলনা বিভাগে বাগেরহাট জেলা, বরিশাল বিভাগে বরগুনা জেলা এবং ময়মনসিংহ বিভাগে শেরপুর জেলা। বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশুস্বাস্থ্য হাসপাতাল মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার।

পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জনাব জাহিদ মালেক, এমপি বলেন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। এখন লক্ষ্য, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জন। এসডিজি'র ৩.৭.২ সূচকে কৈশোরকালীন মাতৃত্ব কমানোর বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যা আমাদের দেশের জন্য এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিডিএইচএস-২০১৪ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ৫৯ শতাংশ নারীর ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। ১৫-১৯ বছর বয়সে প্রতি হাজারে ১১৩ জন কিশোরী গর্ভধারণ করে এবং কিশোরী মায়েদের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার ২০ বছরের বেশি বয়সী মায়েদের তুলনায় দ্বিগুণ বেশি। আবার ১৪ বছর বা তার কম বয়সী কিশোরী মায়েদের মধ্যে গর্ভজনিত জটিলতার কারণে মৃত্যুঝুঁকিও পাঁচগুণ বেশি এবং তাদের সন্তানদেরও মৃত্যুঝুঁকি অনেক বেশি। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার কমানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। গবেষকদের মতে এ সাফল্যের মূল কারণ নারীশিক্ষা, সফল টিকাদান কর্মসূচি এবং পরিবার পরিকল্পনা।

মন্ত্রী মহোদয় আরও বলেন, এত সব সাফল্যের পরও আমাদের অনেক অর্জন ম্লান হয়ে যায় যখন একটি মেয়ে কিশোরী বয়সে মা হতে গিয়ে অকালে প্রাণ হারায়। বাল্যবিয়ে, কৈশোরকালীন মাতৃত্ব, কিশোরী মায়ের গর্ভে শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি, মৃত সন্তান প্রসব, অপরিণত জন্ম, কম জন্ম ওজনের শিশু, প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ইত্যাদি কারণে কিশোরী মায়েরা ঝুঁকির মধ্যে থাকে। কাজেই পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে সকল সক্ষম দম্পতিদের উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি বিবাহিত কিশোরীদের সঠিকভাবে পদ্ধতির ব্যবহার ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবার বিষয়ে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, যাতে করে কৈশোরকালীন মাতৃত্ব রোধ করা যায়।

মন্ত্রী মহোদয় বলেন, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর তথা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতি বছর সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদযাপন তার অন্যতম উদাহরণ। উৎসবমুখর পরিবেশে কর্মকর্তাগণের উদ্ভাবনী চিন্তা ও উদ্যোগের মাধ্যমে এবারের সেবা ও প্রচার সপ্তাহ সফলভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশব্যাপী এই সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদযাপনের অংশ হিসেবে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি ও প্রেস ব্রিফিং এবং উপজেলা পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি সভার আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।

নির্ধারিত বক্তৃতা শেষে মন্ত্রী মহোদয় বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

বাংলাদেশের কৈশোর স্বাস্থ্য কৌশলপত্রের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে অধিকতর কার্যকরী করা হচ্ছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনপ্রতিনিধি, স্টেকহোল্ডার, সরকারি অন্যান্য বিভাগ, এনজিও সংস্থা সকলের সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততার জন্য উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠান করে সচেতনতা ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

২০১৭ সালে প্রণীত জাতীয় কৈশোর স্বাস্থ্য কৌশলপত্র ২০১৭-২০৩০ এর ভিশন: ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সকল কিশোর-কিশোরী, বিশেষ করে যারা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ, তারা একটি সুস্থ জীবন ভোগ করতে সক্ষম হবেন এবং লক্ষ্য : ২০৩০ সাল নাগাদ সকল কিশোর-কিশোরী সামাজিকভাবে নিরাপদ ও সুন্দর জীবন পাবে। উক্ত অনুষ্ঠানে কৌশলপত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রণীত জাতীয় কৈশোর স্বাস্থ্য কৌশলপত্র ২০১৭-২০৩০ এর কর্মপরিকল্পনা কি-নোট উপস্থাপন করা হয় এবং দেশব্যাপী সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের জন্যে মোড়ক উন্মোচন করা হয়। জাতীয় কৈশোর স্বাস্থ্য কৌশলপত্র কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন অংশীদার, জাতিসংঘ সংস্থাসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও স্টেকহোল্ডার অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সম্মেলনে কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে র‍্যালি, স্টল প্রদর্শনী, পাওয়ার স্টেজ, সায়েন্টিফিক সেমিনার ও পলিসি ডায়ালগ অনুষ্ঠিত হয়।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমসিএইচ-সার্ভিসেস ইউনিট এবং অ্যাম্বেসি অব দি কিংডম অব নেদারল্যান্ড, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউএনএফপিএ ও ইউনিসেফ যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডা: মোহাম্মদ শরীফ, পরিচালক (এমসিএইচ-সার্ভিসেস) ও লাইন ডাইরেক্টর (এমসিআরএএইচ), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর। উপস্থাপনা করেন ডা: মো: জয়নাল হক, প্রোগ্রাম ম্যানেজার (কিশোর-কিশোরী ও প্রজনন স্বাস্থ্য), এমসিএইচ-সার্ভিসেস ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডা: মো: সামছুল হক, লাইন ডাইরেক্টর (এমএনসিএএইচ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

ফ্যামিলি প্লানিং-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি ইউনিটের উদ্যোগে স্টাডি রিপোর্ট উপস্থাপন এবং পর্যালোচনা অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

ফ্যামিলি প্লানিং-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি ইউনিটের উদ্যোগে স্টাডি রিপোর্ট উপস্থাপন এবং পর্যালোচনা অনুষ্ঠান

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ফ্যামিলি প্লানিং-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি ইউনিটের উদ্যোগে এবং জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ), বাংলাদেশ-এর সহায়তায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় 'নববিবাহিত দম্পতিদের বিলম্বিত গর্ভধারণ সম্পর্কিত পাইলট স্টাডির কার্যকারিতা যাচাই সম্পর্কিত গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন' এবং 'পরিবার কল্যাণ সহকারী ও CHCP কর্তৃক প্রথম ডোজ ইনজেকটেবলস প্রদানের সম্ভাব্যতা যাচাই' বিষয়ক স্টাডি রিপোর্ট উপস্থাপন এবং পর্যালোচনা অনুষ্ঠান গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি: সকালে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব শেখ ইউসুফ হারুন, সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডা. মো. সারোয়ার বারী, পরিচালক (অর্থ) ও লাইন ডাইরেক্টর (ফ্যামিলি প্লানিং-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন জনাব কাজী আ.খ.ম মহিউল ইসলাম, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর মহোদয়। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের সম্মানিত পরিচালক/লাইন ডাইরেক্টর ও বিভাগীয় পরিচালকগণসহ বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা এবং বেসরকারি সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

অনুষ্ঠানে বক্তাগণ এমন একটি যথাযথ ও সময়োপযোগী গবেষণা উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য গবেষণা সংস্থাসহ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। এছাড়াও আয়োজনে সম্মানিত অতিথি এবং বক্তাগণ প্রত্যাশা করেন যে, মাঠ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা এবং নববিবাহিতদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম জোরদারকরণের পাশাপাশি নারীর সুস্বাস্থ্য রক্ষায় অস্থায়ী ও স্বল্পমেয়াদী পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানে এই গবেষণা দুটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে। সেই সঙ্গে এই গবেষণা কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হলে তা পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে কার্যকরী ভূমিকা রাখার পাশপাশি অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ রোধে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

মহাপরিচালক মহোদয়ের চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ৫ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি: তারিখ চাঁদপুরে Workshop on Capacity Building and Performance Appraisal for Managers and Report Related Personnel বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয় চাঁদপুর সদর উপজেলার মৈশাদী ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পরিদর্শনে গেলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) কাজী আ. খ. ম. মহিউল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক মহোদয় চাঁদপুরের কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবার ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অত্র বিভাগীয় সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। মহাপরিচালক চাঁদপুর জেলার মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং কর্মশালায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। পরবর্তীতে অনুষ্ঠান শেষে মহাপরিচালক মহোদয় চাঁদপুর সদর উপজেলার মৈশাদী ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের বগুড়ায় কার্যক্রম পরিদর্শন

বগুড়ায় কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) কাজী আ. খ. ম. মহিউল ইসলাম

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটের আয়োজনে এবং ইউএনএফপিএ'র সহযোগিতায় গত ২৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে 'Review meeting with the warehouse incharges and district managers' বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা বগুড়া জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব কাজী আ. খ. ম. মহিউল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (উপকরণ ও সরবরাহ) জনাব সুকেশ কুমার সরকার এবং অতিরিক্ত পরিচালক (ড্রাগস এন্ড স্টোরস) মোঃ তসলিম উদ্দিন খান। সভার শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভার সভাপতি, বগুড়া পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপপরিচালক কাজী ফারুক আহমেদ। প্রধান অতিথি তার উদ্বোধনী বক্তব্যে সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন কোন কোন বিভাগের কাজ ঢাকঢোল পিটিয়ে, কোন বিভাগের কাজ নিভৃতে, সবাই মিলেই আমরা মূলত পরিবার পরিকল্পনার কাজ করছি। তিনি আরো বলেন, সবার সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে মাতৃমৃত্যু এবং শিশুমৃত্যু হার কমাতে হবে এবং পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কর্মশালায় আরো উপস্থিত ছিলেন উপপরিচালক (বৈদেশিক সংগ্রহ) জাকিয়া আখতার, সহকারী পরিচালক (বৈদেশিক সংগ্রহ) জনাব মো: মাহবুব হাসান ভূঁইয়া এবং জনাব শেখ শহীদুজ্জামান এবং ইউএনএফপিএর প্রতিনিধিবৃন্দ। কর্মশালায় সহকারী পরিচালক (সিসি) ডা. মো: জহুরুল ইসলাম, মেডিকেল অফিসার (সিসি) ডা. সামসী আরা বেগম, বগুড়া জেলার সকল উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি/ক্লিনিক), উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী (গুদাম)গণ অংশগ্রহণ করেন। মহাপরিচালক মহোদয় বগুড়া সদর উপজেলার গোকুল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পরিদর্শনসহ বেসরকারি সংস্থা টিএমএসএস এবং বিএভিএস-এর পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

এমসিএইচ-সার্ভিসেস ইউনিটের উদ্যোগে অধিদপ্তর পর্যায়ের কোর কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

এমসিএইচ-সার্ভিসেস ইউনিটের উদ্যোগে অধিদপ্তর পর্যায়ের কোর কমিটির সভায় বক্তব্য রাখছেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব কাজী আ. খ. ম. মহিউল ইসলাম

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের সম্মেলন কক্ষে এমসিএইচ-সার্ভিসেস ইউনিটের উদ্যোগে গত ৬ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি: কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের জন্য অধিদপ্তর পর্যায়ের কোর কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব কাজী আ. খ. ম. মহিউল ইসলাম। সভায় জেলা ও উপজেলা স্তরের সমন্বয় কমিটির সভা হতে কৈশোর স্বাস্থ্যসেবার জন্য মূল আলোচনার বিষয়গুলো সংগ্রহ করা; বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিশেষ করে তথ্য

মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রাণলয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রাণলয়ের কার্যক্রমের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা; কিশোর-কিশোরী কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত ফোকাল পয়েন্টের সঙ্গে অন্যান্য দপ্তর, পরিদপ্তর ও স্টেকহোল্ডারগণের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা; কোর কমিটির মিটিং নিয়মিত অনুষ্ঠিত করা; জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির মিটিং আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা; স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা; এডোহার্টস প্রজেক্টের কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা মডেলসহ অন্যান্য সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা; কিশোরদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য কৌশল বের করা; জাতীয় কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা, কৌশলপত্রের আলোকে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অবহিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং মানসম্পন্ন কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা–এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মহাপরিচালক মহোদয়ের কক্সবাজার জেলার পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিদর্শন

প্রসব-পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব কাজী আ. খ. ম. মহিউল ইসলামসহ অতিথিবৃন্দ

কক্সবাজারের হোটেল রয়েল টিউলিপে গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে IPAS Bangladesh কর্তৃক আয়োজিত 'MR PAC Service' সংক্রান্ত Technical Session অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব কাজী আ. খ. ম. মহিউল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডাঃ মোহাম্মদ শরীফ, পরিচালক (এমসিএইচ-সার্ভিসেস) ও লাইন ডাইরেক্টর (এমসিআরএএইচ); পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও OGSB Bangladesh-এর প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডাঃ সামিনা চৌধুরী। সভায় অন্যান্যের মধ্যে ডাঃ পিন্টু কান্তি ভট্টাচার্য্য, উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, কক্সবাজার; ডাঃ সোমা চৌধুরী, মেডিকেল অফিসার (ক্লিনিক), মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, কক্সবাজারসহ সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারগণ অংশগ্রহণ করেন।

২১ ডিসেম্বর 'Achieving Universal Access to SRHR in Host Communities of Cox's Bazar District' কর্মসূচির আওতায় jhpiego ও UNFPA-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় জেলা ইপিআই স্টোরের সম্মেলন কক্ষে প্রসব-পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ শুরু হয়। উদ্বোধনী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাপরিচালক মহোদয়। রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, কক্সবাজার; পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (সমন্বয়) জনাব মতিউর রহমান ও ডাঃ মোহাম্মদ রকিব উল্লাহ, ডিস্ট্রিক্ট কনসালটেন্ট (এফপিসিএস-কিউআইটি), কক্সবাজার। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ছিলেন স্বাস্থ্য বিভাগের সিনিয়র স্টাফ নার্স, মিডওয়াইফ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ। মহাপরিচালক মহোদয় প্রশিক্ষণার্থীদের দায়িত্ব পালনকে মহৎ কাজ উল্লেখ করে নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

মাঠকর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব কাজী আ. খ. ম. মহিউল ইসলাম

মাঠকর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

আইইএম ইউনিটের আয়োজনে উক্ত ইউনিটের সম্মেলন কক্ষে গত ৮ থেকে ৯ এবং ১৩ থেকে ১৪ জানুয়রি, ২০২০ খ্রি: দুটি ব্যাচে 'মাঠকর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে দুইটি ব্যাচে ২০টি জেলার ৩৮টি উপজেলার উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি)গণ অংশগ্রহণ করেন। সভাপতিত্ব করেন আইইএম ইউনিটের পরিচালক ড. আশরাফুন্নেছা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব কাজী আ. খ. ম. মহিউল ইসলাম। পরিচালক প্রশাসন জনাব হেমায়েৎ হুসেন দুটি ব্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ পরবর্তীতে উপজেলা পর্যায়ে মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। এই প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে ইউএসআইডি উজ্জীবন সোশ্যাল এন্ড বিহেভিয়ার চেঞ্জ প্রজেক্ট।

অতিথিবৃন্দ মনে করেন, এই প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি মাঠকর্মীদের (পরিবার কল্যাণ সহকারী, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকা, উপসহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার) আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যার মাধ্যমে মাঠকর্মীগণ পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং কিশোরী-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সঠিক তথ্যভিত্তিক ও ফলপ্রসূ আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন। এর ফলে মোট প্রজনন হার হ্রাস ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার বৃদ্ধি এবং মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হার হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

চট্টগ্রামে সিসিএসডিপি ইউনিটের উদ্যোগে PPFP & Imprest Fund বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন সিসিএসডিপি ইউনিটের উদ্যোগে এবং পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনালের সার্বিক সহযোগিতায় গত ২৩ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অডিটরিয়ামে PPFP &

Imprest Fund বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

PPFP & Imprest Fund বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব কাজী আ. খ. ম. মহিউল ইসলাম

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব কাজী আ. খ. ম. মহিউল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মো: মহসিন উদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমসিএইচ-সার্ভিসে ইউনিটের পরিচালক ডা. মোহাম্মদ শরীফ, সিসিএসডিপি ইউনিটের লাইন ডাইরেক্টর ডা. মো: মঈনুদ্দীন আহমেদ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হসপিটালের অধ্যক্ষ ডা. শামীম হাসান, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হসপিটালের (অবস এন্ড গাইনি) বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর শাহানার চৌধুরী, সিভিল সার্জন ডা. শেখ ফজলে রাব্বি, উপপরিচালক (স্বাস্থ্য) ডা. সালাম, ২৫০ শয্যা হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. অসীম কুমার নাথ। আরও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হসপিটালের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি প্রমুখ। কর্মশালায় Power point Presentation-এ PPFP & Imprest Fund নিয়ে বিস্তারিত প্রাণবন্ত উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

এমআইএস ইউনিটের আয়োজনে FP-DHIS2 কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

এমআইএস ইউনিটের আয়োজনে FP-DHIS2 কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব কাজী আ. খ. ম. মহিউল ইসলাম

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের সম্মেলন কক্ষে এমআইএস ইউনিটের আয়োজনে গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি: নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলায় FP-DHIS2 কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কার্যক্রমটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব কাজী আ. খ. ম. মহিউল ইসলাম। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমআইএস ইউনিটের পরিচালক এবং লাইন ডাইরেক্টর জনাব মনোজ কুমার রায়। ইউএনএফপিএ বাংলাদেশ-এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত এই প্রশিক্ষণ ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সকল উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), সহকারী পরিচালক (সিসি), উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), পরিসংখ্যান সহকারী এবং প্রতিটি উপজেলা থেকে এমআইএস-এর কাজে নিয়োজিত একজন করে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী/অফিস সহকারীসহ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমআইএস ইউনিটের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে FP-DHIS2 কার্যক্রম বাস্তবায়নে করণীয় এবং সফ্‌ট ওয়ার ব্যবহারের নিয়ম-কানুনসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে রিসোর্স পার্সন হিসেবে জনাব মো: নাছের উদ্দিন, ডিপিএম, এমআইএস ইউনিট; জনাব মো: গোলাম কিবরিয়া, ইউএসএআইডি ও জনাব নিব্রাস আলী রাকিব, আইসিডিডিআর'বি উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহে সিসিএসডিপি ইউনিটের উদ্যোগে PPFP & Imprest Fund বিষয়ক অবহতিকরণ কর্মশালা

ময়মনসিংহে সিসিএসডিপি ইউনিটের উদ্যোগে PPFP & Imprest Fund বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালায় অতিথিবৃন্দ

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন এবং পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনালের সার্বিক সহযোগিতায় গত ১৬ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অডিটরিয়ামে PPFP & Imprest Fund বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: নাসির উদ্দিন। সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর চিত্তরঞ্জন দেবনাথ, অধ্যক্ষ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল আওয়াল, পরিচালক,পরিবার পরিকল্পনা, ময়মনসিংহ। ডা: এ কে এম আবুল হোসাইন, উপাধ্যক্ষ, ডা: লক্ষ্মী নারায়ণ মজুমদার, উপপরিচালক, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, প্রফেসর ডা: তাইয়্যেবা তানজিন মির্জা, বিভাগীয় প্রধান (গাইনি এন্ড অবস্), ডা: নুরুন নাহার বেগম, উপপরিচালক ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার (কিউএ),সিসিএসডিপি ইউনিট, আবু তাহা মো: এনামুর রহমান, উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা ময়মনসিংহ, মো: মাহবুব আলম, FP Specilist, Pathfinder Internarional, ডা: মো: মাহবুবুর রহমান, রিজিওনাল কনসালটেন্ট, এফপিসিএস-কিউআইটি, ডা: মো: আব্দুর রউফ, সহকারী পরিচালক (সিসি)।

কর্মশালায় অংশ গ্রহণকারী হিসেবে গাইনি অবস বিভাগের চিকিৎসক কর্মকর্তা ও সিনিয়র স্টাফ নার্স, পরিবার পরিকল্পনা সদর ময়মনসিংহ এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের কর্মকর্তা এবং সদর উপজেলার মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি)ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালা PPFP & Imprest Fund বিষয়ক Power point Presentation উপস্থাপন করেন সিসিএসডিপি ইউনিটের সহকারী পরিচালক রফিকুল ইসলাম তালুকদার।

প্রশাসন ইউনিটের শৃঙ্খলা শাখা কর্তৃক এপ্রিল-২০১৯ থেকে ডিসেম্বর-২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রশাসন ইউনিটের শৃঙ্খলা শাখা কর্তৃক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এপ্রিল-২০১৯ থেকে ডিসেম্বর-২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে–

১। অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে একজন উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারের দুইটি বার্ষিক বর্ধিত বেতন দুই বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

২। অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে দুইজন উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারের প্রত্যেকের একটি বার্ষিক বর্ধিত বেতন এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

৩। অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে একজন কাউন্সিলরকে তিরস্কার করা হয়েছে।

৪। অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে একজন ফার্মাসিস্টের একটি বার্ষিক বর্ধিত বেতন এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

৫। অসদাচরণের অভিযোগে একজন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসারের দুইটি বার্ষিক বর্ধিত বেতন দুই বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

৬। পলায়নের অভিযোগে একজন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সহকারীকে চাকরি হতে বরখাস্ত করা হয়েছে।

৭। অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে একজন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সহকারীর ১,০৫,৫১০.৪৪ (এক লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচশত দশ টাকা চুয়াল্লিশ পয়সা) ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান এবং দুইটি বার্ষিক বর্ধিত বেতন দুই বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

৮। অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে একজন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সহকারীকে চাকরি হতে বরখাস্ত করা হয়েছে।

৯। অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে একজন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সহকারীর একটি বার্ষিক বর্ধিত বেতন এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

১০। অসদাচরণের অভিযোগে একজন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সহকারীর একটি বার্ষিক বর্ধিত বেতন এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

১১। অসদাচরণের অভিযোগে একজন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শকের দুইটি বার্ষিক বর্ধিত বেতন দুই বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

১২। পলায়নের অভিযোগে একজন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শককে চাকরি হতে বরখাস্ত করা হয়েছে।

১৩। অসদাচরণের অভিযোগে একজন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকার একটি বার্ষিক বর্ধিত বেতন তিন বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

১৪। অসদাচরণের অভিযোগে দুইজন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকার প্রত্যেকের একটি বার্ষিক বর্ধিত বেতন এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

১৫। অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে দুইজন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকার প্রত্যেকের একটি বার্ষিক বর্ধিত বেতন এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

১৬। অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে দুইজন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকার প্রত্যেকের একটি বার্ষিক বর্ধিত বেতন এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

১৭। অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে একজন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকার বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ এবং আত্মসাৎকৃত ১৭,০১৬ (সতেরো হাজার ষোল) টাকা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

১৮। অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে একজন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকাকে নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ করা হয়েছে।

১৯। অসদাচরণের অভিযোগে তিনজন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকার প্রত্যেকের একটি বার্ষিক বর্ধিত বেতন এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

২০। ফৌজদারি মামলার অভিযোগে একজন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকাকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

২১। অসদাচরণের অভিযোগে একজন পরিবার কল্যাণ সহকারীকে তিরস্কার করা হয়েছে।

২২। অসদাচরণের অভিযোগে একজন সহকারী নার্সিং অ্যাটেনডেন্টের একটি বার্ষিক বর্ধিত বেতন এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

২৩। অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে একজন আয়ার একটি বার্ষিক বর্ধিত বেতন দুই বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

২৪। অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে একজন আয়ার একটি বার্ষিক বর্ধিত বেতন এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

২৫। দুর্নীতির অভিযোগে একজন আয়াকে তিরস্কার করা হয়েছে।

২৬। অসদাচরণের অভিযোগে দুইজন এমএল এসএস/নিরাপত্তা প্রহরী প্রত্যেকের একটি বার্ষিক বর্ধিত বেতন এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

২৭। অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে একজন এমএলএসএস/নিরাপত্তা প্রহরীর একটি বার্ষিক বর্ধিত বেতন দুই বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

২৮। অসদাচরণের অভিযোগে একজন নিরাপত্তা প্রহরীর একটি বার্ষিক বর্ধিত বেতন এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

২৯। অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে একজন অফিস সহায়কের একটি বার্ষিক বর্ধিত বেতন এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

৩০। অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মীর দুইটি বার্ষিক বর্ধিত বেতন দুই বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

৩১। অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে দাই-নার্সের একটি বার্ষিক বর্ধিত বেতন এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

শোক সংবাদ

আলীনূর বেগম

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মুন্সীগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আয়া পদে কর্মরত আলীনূর বেগম গত ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ রাত সাড়ে ১০টায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। তিনি দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে যান। তিনি ১৯৮৫ সালের ২১ অক্টোবর চাকরিতে যোগদান করেন। তাঁর স্বামী একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আমরা মরহুমার বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬ কাওরান বাজার, ঢাকা থেকে সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বা.শি.প.ক.বি.,স্বা.প.ক.ম./ ফেব্রুয়ারি ২০১৯/পপঅ/আইইএম প্রেস/নি-৫০০০০, MEFWD, MOHFW/Feburuary 2019/DGFP/IEM